কবরের কাব্য ও গোরস্থানের গল্প

দিলরুবা শাহানা

গোরস্থানের গল্প সব সময় কান্না ঝরায় তা নয়। গোরস্থানের মত বিষাদময় জায়গায়ও নির্মল হাসিউদ্রেককারী ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় কখনো সখনো। জীবনের সীমানা পেরিয়েও একত্রে একই কবরে বাসের গভীর বাসনার বীজ কবরেই দল মেলে রূপ পায়।

একটি মৃত্যু। একজন আপনজনের বিদায়েই গোরস্থানের সাথে ঘটে যোগাযোগ। একান্ত প্রিয়জন চিরবিশ্রামের জন্য গোরে ঠাই নিলেন। তার জীবিত স্বজনদের তখন শোকাকুল মনে বার বার গোরস্থানে যেতে ইচ্ছে হয়। এদের মাঝে কেউ দরদী, কেউ আত্মসুখী, কেউ বা সাহসী, কেউ বা ভীতু। মৃত্যু মানুষকে ভয়-সুখ দূরে সরিয়ে ব্যথাতুরমন নিয়ে কবরের কাছে ছুটে যেতে সাহসী করে তোলে।

তেমনি এক পরিবারের কয়েকজন আজিমপুর গিয়েছেন সদ্য হারানো প্রিয়জনের কবর দর্শনে। তাদের সাথে ছোট্ট দু'টি শিশুও রয়েছে। শিশুদের জন্ম-মৃত্যু, ডর-ভয় কোন ধারনাই পরিস্কার নয়। গোরস্থানের গেট পেরিয়ে ডানদিকের পথ ধরলো তারা। সে পথের দু'দিকে সারি সারি কবর। ডানপাশের সারিতেই কিছুদূর গিয়ে আবার ডানে মোড় নিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত তাদের আপনজনের কবরে পৌঁছাতে হবে। বাচ্চাদু'টিকে সেই কথাটা বলাও হল। হঠাৎই বাচ্চারা একটি কবরের পাশে দাড়িয়ে অবাক হয়ে কিছু দেখতে শুরু করলো। বড়রা নীচুস্বরে ডাকলেন

'আরে দাঁড়ালে কেন আরও সামনে যেতে হবে আমাদের'

'এতো লম্বা কবর কার?'

'এখন আসতো ফেরার পথে দেখবো।'

তারা সামনে গিয়ে দু'সারি কবরের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া সরু মেঠো পথে নামলো। সাত আটটি কবর পার হয়ে তারা পৌঁছালো নতুন কবরটির পাশে। কবরের শিয়রের পাশে মৃতজনের প্রিয় ফুল গন্ধরাজের চারাটিও মাত্র লাগানো হয়েছে। তারা দোয়াদরুদ পড়লো করুণ আকুতি নিয়ে। শিশু দু'টি ক্ষনিক হতবিহ্বল হয়ে কবরটি দেখছিল। হয়তো ভাবছিল 'আরে দু'দিন আগেও দাদু/নানু বাসায় ছিলেন আজ উনি মাটির নীচে কিভাবে আছেন।' বাচ্চাদের মন চঞ্চল। কোনকিছুতেই বেশীক্ষণ আকর্ষণ থাকে না। ওরা ঘুরেই সামনের সারির কোনার কবরটির কাছে চলে এলো। বাঁধানো কবরের কাছে গিয়েই ক্ষান্ত হল না। এবার প্রশ্ন

'আরে এটা এতো চওড়া কেন?'

বড়রাও সব মৃত আত্মার জন্য মোনাজাত শেষে ঘুরে কবরটি দেখলো। তাদেরও বিস্ময় লাগলো কবরটি এতো চওড়া দেখে। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে সাদা পাথরে লেখা নামফলক্ পড়লো। দু'জন শায়িত এখানে। দু'জনই সামরিক পদস্থ কর্মকর্তা। স্ত্রী ক্যাপ্টেন 'স'(প্রকৃত নাম নয়) খাতুন জন্ম ১৯৪০-মৃত্যু ১৯৭৪। স্বামী কর্নেল 'ম' (প্রকৃত নাম নয়) জন্ম ১৯৩৩- মৃত্যু ২০০৭। স্ত্রীর মৃত্যুর ৩৩বছর পর স্বামী মারা যান। ইট-সুরকি, বালি-সিমেন্টে বাঁধানো জায়গায় যুগলবন্দী হয়ে চিরঘুমে শুয়ে দু'জন। কোনদিন আর জাগবেনা এরা।

ঐ জায়গা ছেড়ে দোয়াপ্রার্থীরা পা বাড়ালো। কবরের কাব্যটি সকরুণ বীনার মতো বাজলো ওদের মনে। তেত্রিশ বছর পার করে ভদ্রলোক স্ত্রীর পাশে এসে শেষশয্যায় শুয়ে পড়লেন।

ফেরার পথে পিচ্চিদুটো চারদিক বাঁধানো লম্বা কবরটির পাশে আবার দাড়িয়ে পড়লো। ফেরার পথের কবরটি তাদের বা দিকে, ছোট্ট দু'জন ঠিকই চিনে নিল সেটি। বড়রাও ঐ কবরের পাশে দাড়িয়ে নামফলক্ পড়লো। তাতে লিখিত শুধু বড় কাটারার পীরজী হুজুর। জন্ম মৃত্যুর সন বা তারিখ কিছুই জানার উপায় নেই। সাধারন কবরের চেয়েও অনেক লম্বা কবর এটি। তাই বাচ্চাদের কৌতূহল। কৌতূহল মিটাতে বড়রা বিষন্ন সুরে আনমনে অনিশ্চিত উত্তর দিল

'বোধহয় পীর মানুষ বলেই তাঁর কবর এতো লম্বা।'

পীরফকিরের গল্প বাচ্চা দু'টি শুনেছে তবে তাঁদের কবর কেমন হয় তা তারা জানে না। এই প্রথম ওরা পীরের কবর দেখলো।

সন্ধ্যা নেমেছে। গোরস্থানে ভিতরে রাস্তায় এবার আলো জ্বলে উঠলো। ডানপাশে মোজাইক করে বাঁধানো, চাঁদোয়ায় ঢাকা তার উপর মাইক লাগানো ও আলোক সজ্জায় সাজানো জমকালো এক কবর ভয়হীন বাচ্চা দু'টোর নজর কাড়লো। তরিঘড়ি ওরা ঐ জমকালো কবরের দিকে এগুতে শুরু করতেই তৎক্ষনাত একটি খাটিয়ায় মরদেহ নিয়ে শোকাতুর কয়েক জন শবযাত্রী ঢুকলেন। বড়রা বাচ্চাদের হাত ধরে টেনে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে গাড়ীতে উঠে বাড়ীর পথ ধরলো।

শিশুদুটি বাড়ীর অন্য বাচ্চাদের কাছে ভয়হীন চিত্তে গোরস্থানের গল্প বলেই যাচ্ছে। বলছে গন্ধরাজের চাড়ার কথা, চওড়া কবরে দু'জন মানুষের একসঙ্গে থাকার গল্প, পীরসাহেবদের কবর অবাক হওয়ার মত লম্বা। তবে লাইট দিয়ে সাজানো, মাইক লাগানো জমকালো কবরটা যে কার সেটি জানা হল না, শুনাও গেল না।

জমকালো কবরের বিবরণ শুনেটুনে ওদেরই মত ছোট্ট আরেকজন বলে উঠলো

'কোন নবীটবীর কবর হবে হয়তো।'

শিশুটির অবাক করা কথায় ঐ শোকার্ত বাড়ীতেও হাল্কা হাসির হিল্লোল ছড়িয়ে পড়লো।